# শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-সমাজ

▣ দীপালোক ভট্টাচার্য

মানুষ তার আকাঙ্খার জগতে সব সময় ব্যাকুল। মানুষের চাওয়া পাওয়ার শেষ নেই। চাওয়া পাওয়ার এই ইচ্ছার সুবাদে মানুষ তার আকাঙ্খা নিংড়ে দেয় একে অপরের উপর। আজকের যুগের সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলছে এই ছাত্র সমাজ। ছাত্র-ছাত্রীদের দায় ভারের দায়িত্ব এখন অনেক। অভিভাবকদের দেওয়া-নেওয়ার শেষ নেই। অভিভাবকগণ নিজেদের উচ্চাকাঙ্খা ঝেড়ে দিচ্ছেন ছাত্র-ছাত্রীদের উপর। ছাত্র-ছাত্রীদের কত দায়িত্ব, চিত্রাঙ্কন, সাঁতার, কম্পিউটার, নাচ-গান আরও কত কি নিয়ে ব্যস্ত। খেলার মাঠে ভীড় কম, খেলাধূলার সময় তাদের নেই, শুধু এটা শিখো, ওটা শিখো, এটা হোম ওয়ার্ক, এটা কমপ্লিট করতে হবে পরীক্ষা সময়ে - ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা রোবট মেশিন থেকেও আরও সাংঘাতিক। অভিজ্ঞতা মানুষকে অনেক কিছুই শেখায় - আমি আমার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করছি শুধু। অভিভাবকদের একটা ঐতিহ্য হয়ে গেছে যে তাদের সন্তানেরা যদি ভালো ইংরেজী, আর্ট এডুকেটেড না হয় - তাহলে পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ পরিবারকে দাম দেবে না।

অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলছি দয়া করে তাদের চাপমুক্ত করুন, তাদের খুশিমতো থাকতে দিন - ছাত্র-ছাত্রীরা নিস্পাপ, ওদের রোবট না বানিয়ে বাস্তব জীবনে কীভাবে চলতে হয় শেখান, সমাজ-পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে মিশতে দিন।

খোলামেলা পরিবেশে সন্তানদের লালন-পালন করুন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা একটু ছাত্র-ছাত্রীদের চাপমুক্ত রাখুন। ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধূলার ছলে পড়ান- এটা তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং মানসিক বিকাশে সাহায্য করবে।

জানি না সব ঠিক ঠাক লেখলাম কি না ! পাঠক মহলের উদ্দেশ্যে বলছি আজকের ছাত্র-ছাত্রী আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

ভবিষ্যৎ রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার-আমার-সবার, যদি কোনো ভুল লিখে থাকি ক্ষমার চোখে দেখবেন - অনুরোধ রইলো।

ওরা নিস্পাপ, ওরা চঞ্চল
ওরা বাঁচতে চায় -
ওদের বাঁচতে দিন।
আগুন নিয়ে খেলবে ওরা -
ভাঙবে-গড়বে সমাজের দেওয়াল
সাহস দিন, উদ্যম দিন
প্রস্ফুটিত হতে দিন স্ব-ইচ্ছায়